প্রথম আলো

তারিখ ... 14 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৩

স্কুলে অনুপস্থিত ৫ বছর বেতন তোলেন নিয়মিত

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক প্রায় পাঁচ বছর ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকেও নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়মবহির্ভূতভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁকে দিয়ে নিজ দপ্তরের কাজ করাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ডোয়াইল ইউনিয়নের কুঠির হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সহকারী শিক্ষক শাহীনুর ইসলাম যোগদান করেন। যোগদানের কিছুদিন পর থেকেই তিনি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকছেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফেরদৌসের সহযোগিতায় তিনি বিদ্যালয়ে না গিয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে কাজ করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, সরকারি চাকরিবিধি লঙ্ঘন করে শাহীনুর ইসলাম বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। সেই সঙ্গে নিয়মিত বেতন-ভাতা উত্তোলন করেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফেরদৌস ৮ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। এ সময় ওই শিক্ষককে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত পান। হাজিরা খাতায় ৩১ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁর কোনো সই পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ প্রসঙ্গে সহকারী শিক্ষক শাহীনুর ইসলাম বলেন, 'টিও স্যার দপ্তরে রেখেছেন, তাই সেখানেই কাজ করি। এগুলো পত্র-পত্রিকায় লিখবেন না। লিখলে সমস্যা হবে।'

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৈয়দুর রহমান বলেন, 'শাহীন কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকছেন। শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন না। এখন শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁর কার্যালয়ে রাখলে আমরা কী করব!'

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নাজিম হোসেন অভিযোগ করেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে দফায় দফায় জানানো হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফেরদৌস বলেন, জনবল কম থাকায় সহকারী শিক্ষক শাহীনুর ইসলামকে কার্যালয়ের কাজকর্মের জন্য রাখা হয়েছে। তিনি-ই তাঁকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে নিষেধ করেছেন বলে জানান।

জামালপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আলিম বলেন, কোনো শিক্ষককে বিদ্যালয় থেকে নিয়ে দপ্তরে কাজ করানো সম্পূর্ণ অবৈধ। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফ্লোরা বিলকিস জাহান বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখব।'